কেন বিস্ফোরণের লক্ষ স্রেফ নিরীহ মানুষ
ধৃত আতঙ্কবাদীরা নিজেরা বলুক

আবদুর রাউফ

জেহাদিরা নির্বিচারে নিরীহ মানুষ মারবে কেন? জাত- ধর্ম নির্বিশেষে নিরস্ত্র নারী-পুরুষ এবং শিশুদের বিরুদ্ধে কিসের জেহাদ?

বড়ো বড়ো শহরের জনবহুল ব্যস্ততম এলাকায় একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিরীহ নিধনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। যারা ঘটাচ্ছে তারা কেন এমন নিষ্ঠুর কাজ করছে সেকথা কারও বোঝার উপায় নেই। দেশের গণমাধ্যমগুলির মূল ধারা অবশ্য একটি বিশেষ কথা ঠারে বুঝিয়ে দিতে কোনও কসুর করছে না। তাদের সংবাদ পরিবেশনের ধরন থেকেই পাঠক বুঝে যায় এটা জেহাদিদের কাণ্ড। জেহাদিরা অবশ্যই মুসলমান। কিন্তু জেহাদিরা নির্বিচারে নিরীহ মানুষ মারবে কেন? জাত-ধর্ম নির্বিশেষে নিরস্ত্র নারী - পুরুষ এবং শিশুদের বিরুদ্ধে কিসের জেহাদ? গণমাধ্যম সমূহের বিজ্ঞজনদের ধারণা, এভাবে নাকি ভারত রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ধ্বংস করে ফেলা সম্ভব। ভারতে অস্থিরতার পরিবেশ সৃষ্টি হলে লাভ কার? উত্তর, কার আবার, পাকিস্তানের। পাকিস্তান তো সেই কারণেই জেহাদিদের মদত যুগিয়ে থাকে। ভারতের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের খবরের কাগজপড়া এবং টিভি দেখা বেশির ভাগ মানুষ এই যুক্তিকে নির্বিচারে গ্রহণ করে থাকেন।

কিন্তু ভারত রাষ্ট্রকে দুর্বল করে ভারতীয় জেহাদিদের কি লাভ? ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ নামে নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর মুসলামনদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র যে কোনও সমাধান নয়— একথা বুঝতে কি কারও বাকি আছে? বিশেষ করে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন বলে যাদের পরিচয় হাজির করা হচ্ছে সেইসব শিক্ষিত তরুণরা পাকিস্তানের হয়ে ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিজেদের জীবন যৌবন বিপন্ন করবেই বা কেন? অর্থের লোভে তারা এমন কাজ করবে একথা তাদের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে যাদের মনের মধ্যে রয়েচে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অহেতুক বিদ্বেষ। জেহাদি আদর্শ বা ইডিওলজির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে তারা একাজ করতে পারে বলে যা বলা হচ্ছে তা-ও কোন নিরপেক্ষ মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। কারণ, ইসলামের মৌলিক শিক্ষা এইসব শিক্ষিত তরুণ জানে না—এমন হতে পারে না। এই মৌলিক শিক্ষাগুলির অন্যতম হল, একজন নিরপরাধ মানুষকে ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যার অপরাধ গোটা মানবজাতিকে খুন করার অপরাধের সমতুল্য। শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করতে গিয়ে তাদের কোনও বিশেষ জমায়েতের জায়গায় আঘাত হানলে অনভিপ্রেত ভাবে নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু অবশ্য এই অপরাধের মধ্যে গণ্য হতে পারে না। জনবহুল কর্মব্যস্ত জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটালে দলে দলে নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু ঘটবে— একথা কে না বোঝে! ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন বলে যেসব শিক্ষিত তরুণদের কথা বলা হচ্ছে তারা ইচ্ছাকৃত ভাবে নিরপরাধ মানুষদের হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছে— একথা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য? বিশেষ করে তাদের যখন জেহাদি বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। জেহাদ একটি ইসলামি ভাবাদর্শ— যাতে আর যা থাক দলে নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু ঘটানোর কোনও সমর্থন নেই।

পারিপাশ্বিক তথ্যগুলি একটু খুঁটিয়ে বিচার করলেই বোঝাযায় এধরনের কাহিনির ভিত্তি রয়েছে মুসলিম বিদ্বেষী আরক্ষা আধিকারিকদের মস্তিস্কে

তাহলে আজমগড়ের শিক্ষিত তরুণদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক ভাবে নরঘাতী বিস্ফোরণ কাণ্ডের সঙ্গে জনিত থাকার যে অকাট্য প্রমাণ কিংবা বিশ্বাসযোগ্য কাহিনি খবরের কাগজগুলিতে প্রতিদিন ছাপানো হচ্ছে অথবা বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলির ভাষ্যে উপস্থাপনা করা হচ্ছে সে সবের কি কোনও ভিত্তি নেই? পারিপার্শ্বিক তথ্যগুলি একটু খুঁটিয়ে বিচার করলেই বোঝা যায় এধরনের কাহিনির ভিত্তি রয়েছে মুসলিম বিদ্বেষী আরক্ষা আধিকারিকদের মস্তিস্কে। মস্তিষ্কপ্রসূত কাহিনিকে বাস্তব ভিত্তি দেওয়ার জন্য নকল সংঘর্ষ ঘটিয়ে তথাকথিত কিছু জেহাদিকে খুন করে ফেলা এবং সেই নকল সংঘর্ষকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য নিজেদেরই কোনও সৎ, সরলমনা, এবং সাহসী অফিসারদের বলি দেওয়া— এটা তেমন কোনও অচেনা ছক নয়। এটা যদি সেরকম কোনও ছক না হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তাদের জবাব দিতে হবে নিহত পুলিশ অফিসার মোহনচাঁদ শর্মা এনকাউন্টারের সম্ভাবনা আছে জেনেও বুলেট প্রুফ জ্যাকেট ছাড়া কেন জামিয়া নগরের বাতালা হাউসের ওই ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন? অথচ বলা হচ্ছে তিনি নাকি এনকাউন্টার বিশেষজ্ঞ। সবচেয়ে মজার কথা, যেখানে জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে বলে পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে সেখানে ছাদে উঠে পুলিশ শূন্যে গুলি ছুঁড়লে কেন? এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা হলেন এলাকার মানুষ। তথাকথিত এনকাউন্টারের পরের দিনই নিজেদের উদ্যোগে দিল্লির কিছু দায়িত্বশীল নাগরিক ঘটনাটির সরেজমিন তদন্ত করতে অকুস্থলে গিয়েছিলেন। তারা ঘটনার প্রত্যক্ষদশীদের সঙ্গে কথা বলে যেসর তথ্য পেয়েছেন সেসবের সঙ্গে পুলিশের গল্প মেলে না। সেই কারণে তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, মোহনচাঁদ শর্মার মৃত্যু হয়েছে যে বুলেটের আঘাতে সেটার ফরেনসিক রিপোর্ট কি জনসমক্ষে আনা হবে? কারণ এটা জানা খুব জরুরি প্রকৃতপক্ষে যে বন্দুকের গুলি ওই মৃত্যুর কারণ সেটি সেই মুহূর্তে কার হাতে ছিল?

খেয়াল রাখতে হবে দিল্লিতে এখন ঘরভাড়া নিতে হলে পুলিশের কাছে ভাড়াটিয়া সম্পর্কে খুঁটিনাটি যাবতীয় তথ্য পেশ করতে হয়। বাতালা হাউসের ফ্লাট ভাড়া দেওয়ার সময়েও এই নিয়মের ব্যতয় ঘটানো হয়নি। অর্থাৎপুলিশ আগে থেকে ভালো করে জানত ওই ফ্লাটে কারা আছে এবং তাদের অতীত রেকর্ড কিরকম। তাতে সন্দেহজনক কিছু থাকলে আগে থেকেই তদন্ত করা প্রয়োজন ছিল। তা না করে বিস্ফোরণ ঘটে যাওয়ার পরে খুব পরিকল্পিত ভাবে ওই ফ্ল্যাটে হানা দেওয়া হয়েছিল। বলা হচ্ছে গুজরাত পুলিশের কাছ থেকে নাকি টিপস পাওয়া গিয়েছিল। প্রশ্ন উঠতেই পারে গুজরাত পুলিশের দেওয়া তথ্য কতখানি নির্ভরযোগ্য। এই রাজের পুলিশ বাহিনী সাম্প্রদায়িকতা দোষে কতখানি দুষ্ট তার প্রমাণ দাঙ্গাজনিত কিছু কিছু মামলার নিষ্পত্তি রাজ্যের বাইরের আদালতে না নিয়ে গিয়ে উপায় থাকে না। তাছাড়া পুলিশ, তা সে গুজরাতেরই হোক আর দিল্লির হোক, কীভাবে স্বীকারোক্তি আদায় করে সেকথাও কারও না জানার কথা নয়। পুলিশের পরিকল্পনা মাফিক স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয় ভয়াবহ থার্ডডিগ্রি। এই থার্ডডিগ্রির সীমাহীন নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে কিছুটা প্রত্যক্ষ ধারণালাভের সুযোগ যাদের ঘটেনি তাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন।

প্রসঙ্গক্রমে জামিয়ানগরের বাটালা হাউসের তথাকথিত এনকাউন্টারের অকুস্থল থেকে যে দুটি তরুণকে ধরা হয়েছিল— তাদের একজনের মায়ের বয়ান এখানে উল্লেখ করা যায়। বয়ানটি সংগ্রহ করেছেন ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার জনৈক সংবাদদাতা। ওই মা পুলিশি হেফাজতে থাকা পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জানতে পারেন স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য নির্যাতন চালানো কালে একটি

মোটা রুলবাড়ি দেখিয়ে অসহায় তরুণটিকে বলা হয়েছিল যা জানতে চাওয়া হচ্ছে তা না জানালে (পড়ুন যা বলতে বলা হচ্ছে তা না বললে) ওই ডাণ্ডা তার মলদ্বারে ঢোকানো হবে। একথা শোনামাত্রই তরুণটি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। ছেলের কাছে এই হাড় হিম করা কাহিনি শোনার পর মা আকুল হয়ে আপন কলজের টুকরো সন্তানকে বলেছিলেন, —'ওরা যা বলাতে চায় তাই বলে দে বাবা, অন্তত জানে তো বেঁচে থাকবি।' পুলিশের কাহিনি তৈরি হয় এইভাবেই।

এইসব কাহিনিই তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীদের স্বীকারোক্তি হিসাবে সংবাদ মাধ্যমগুলিতে প্রচার হয়। কেন এইসব তরুণ জনবহুল জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কেবল নিরীহ মানুষদের মারতে চাইল সেই প্রশ্নের উত্তর তাদের নিজেদের মুখ থেকে জানার সুযোগ কখনই দেওয়া হয় না। আশ্চর্যের কথা, সংবাদ মাধ্যমগুলির প্রতিনিধিরাও ওইসব তথাকথিত আতঙ্কবাদীদের নিজেদের মুখ থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিরই উত্তর জানানোর জন্য পুলিশের কাছে কোনও জিদ করেন না। অথচ কেন তারা কেবল নিরীহ মানুষদের হত্যা করার জন্য বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে সেই প্রশ্নের উত্তর তাদের নিজেদের মুখ থেকে জানাটা যে সবচেয়ে জরুরি প্রশ্নের উত্তর তথাকথিত আতঙ্কবাদীদের নিজেদের মুখ থেকে জানার জন্য পুলিশের কাছে জিদ করেছেন না— এথেকেই কি প্রমাণ হয় না তারা পুলিশের দেওয়া কাহিনি বিশ্বাস করার জন্য নিজেদের মনকে আগে থেকেই প্রস্তুত করে ফেলেছেন। কেমন করে যেন তাঁদের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে নিরীহ মানুষদের জন্য প্রাণঘাতী কোনও বিস্ফোরণের ঘটনায় পুলিশ কিছু মুসলিম তরুণের নামে তাদের নিজস্ব ষড়যন্ত্রমূলক কাহিনি আরোপ করলে সেই কাহিনিকে ধ্রুব সত্য জ্ঞান করতে হবে এবং ওই তরুণরাই যে আতঙ্কবাদী তাতে কোনও সন্দেহ পোষণ করা চলবে না।

কিন্তু কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, গুজরাত এবং দিল্লির সিরিয়াল বিস্ফোরণ-উত্তর পরিস্থিতিতে এই হিন্দু জনজাগরণ সমিতি, কিংবা বজরং দলের মতো সংগঠনগুলির কোনও ভূমিকা আছে কি না তা নিয়ে এধরনের সংবাদমাধ্যমগুলির প্রতিনিধিদের কেউই মাথা ঘামাতে চাইছেন না।

কেন তাদের মনে এরকম একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল সেটা একটা ভেবে দেখার মতো বিষয় বটে। পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড এধরনের ধারণা গড়ে তোলার মূলে কিছুটা ইন্ধন যুগিয়ে থাকতে পারে। সেখানে যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং উপজাতীয় দ্বন্দ্বের একটা পটভূমি আছে। কেবল নিরীহ মানুষকে মারার জন্য সেখানে বিস্ফোরণ ঘটানো হয় না। যাদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরণ ঘটানো হয় তা সে ভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী, উপজাতি কিংবা মার্কিন বাহিনী এবং তাদের সহায়তাকারী যারাই হোক না কেন, সন্ত্রাস বাদীরা তাদের শত্রুপক্ষ হিসাবে গণ্য করেই বিস্ফোরণ ঘটায়। সেই কাজটাও নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। কারণ তাতেও বহু নির্দোষ নিরীহ মানুষ মারা যায়। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্যটা বুঝতে অসুবিদা হয় না। কিন্তু তথাকথিত ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিনদের শত্রুপক্ষ কারা? সেকথা তাদের মুখ থেকে না শুনে কেবল পুলিশের বয়ান থেকে কেমন করে বোঝা যাবে? সংবাদমাধ্যমগুলির প্রতিনিধিরা কি এই প্রশ্নটা নিয়ে অনুগ্রহ করে একটু ভেবে দেখবেন?

তাঁদের আরও একটু ভেবে দেখতে বলি, ভারতের মাটিতে তথাকথিত মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা সংঘটিত বিস্ফোরণে নিরীহ মানুষদের হত্যাকাণ্ডের ফলে বিশেষ করে সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে যে গণবিক্ষোভ তৈরি হয় তাতে সর্বাধিক লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা কাদের? যারা হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে এবং কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করতে চাইছে তাদের নয় কী? এই ভাবাবেগকে উস্কে দেওয়ার জন্য তারা যদি বজরং দল, হিন্দু জাগরণ সমিতি ইত্যাদির মতো জঙ্গি সংগঠনগুলিকে কাজে লাগায় এবং তাদের দিয়ে জনবহুল স্থানে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তথাকথিত ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিন নামে কোনও মুসলিম সংগঠনের নামে দায়টা চাবিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে তাহলে সেটাকে ভিত্তিহীন অনুমান বলে উড়িয়ে দেওয়া কি সম্ভব? সম্ভব যে নয় তার অকাট্য প্রমাণ আছে অনেক। চলতি বছরেই আগস্ট মাসের দিকে কানপুরের কল্যাণপুর এলাকায় বোমা তৈরির এক কারখানায় বিস্ফোরণের ফলে বজরং দলের দুই কর্মী পীযুষ মিশ্র এবং ভূপিন্দর সিং মারা গিয়েছিলেন। খবরটা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ক্ষুদ্র আকারে হলেও ঠাঁই পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তারপর এটা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহে গণমাধ্যমের মূলধারার কোড়ও প্রতিনিধিরই উৎসাহ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

উৎসাহ খুঁজে পাওয়া যায়নি গত ছ'মাসের মধ্যে মহারাষ্ট্রের থানে, পানভেল এবং ভাসি এলাকায় বিস্ফোরণ কাণ্ডে জড়িত থাকা হিন্দু জনজাগরণ সমিতির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারেও। অথচ মহারাষ্ট্রের অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াডের প্রধান হেমন্ত কারকারে এই সমিতির পাণ্ডা রমেশ গাদকারি, তাঁর সহকারী বিক্রম ভাবে এবং অন্য আরও চারজনের বিরুদ্ধে গত সেপ্টেম্বরের (২০০৮) ১০ তারিখে চার্জশিট পর্যন্ত দাখিল করেছেন। এই চার্জশিট থেকেই জানা যায় পঞ্চাশ বছর বয়স্ক হেমন্ত গাদকারি সনাতন ধর্ম সংস্থার একজন সদস্য। হিন্দু জনজাগরণ সমিতি এই সংস্থারই জঙ্গি ফ্রন্ট। গাদকারিকে এই ফ্রন্টের গুরু বলা যায়। তিনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা হোল্ডার। থানে অডিটরিয়ামে গাদকারির স্কুটার থেকেই বিস্ফোরণ ঘটেছিল বলে পুলিশের অনুমান এবং অনুমানের ভিত্তিতে তদন্তও চালানো হচ্ছে। অবশ্য এই তদন্ত কতদূর এগোবে কিছুই বলা যায় না। কারণ আতঙ্কবাদী হিসাবে হিন্দুরা চিহ্নিত হতে শুরু করলে পুলিশ এবং মূল ধরার গণমাধ্যম উভয় পক্ষেরই উৎসাহ কেমন যেন উবে যেতে থাকে। অবশ্য একথা মানতেই হবে সব পুলিশ সমান নয়। মহারাষ্ট্রের যে পুলিশ অফিসার আজ আট বছর ধরে হিন্দু জনজাগরণ সমিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তিনি জানিয়েছেন, এই সমিতির সদস্যরা ত্রিশূল নিয়ে ঘোরে না। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে তারা যুক্তিজাল বিস্তার করে বক্তব্য রাখে এবং প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধ সংগঠিত করে বেশ সুসংগঠিত ভাবে। দেশে বিদেশে বহু বিখ্যাত সংস্থায় এই সমিতির সদস্যরা কর্মরত আছেন।'

মূলধারার অন্যতম গণমাধ্যম টাইমস অব ইণ্ডিয়া পত্রিকার গত ১২ অক্টোবরের (২০০৮) সংস্করণে এইসব খবর বেরিয়েছে ঠিকই। কিন্তু কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, গুজরাত এবং দিল্লির সিরিয়াল বিস্ফোরণ - উত্তর পরিস্থিতিতে এই হিন্দু জনজাগরণ সমিতি, কিংবা বজরং দলের মতো সংগঠনগুলির কোনও ভূমিকা আছে কিনা তা নিয়ে এধরণের সংবাদমাধ্যমগুলির প্রতিনিধিদের কেউই মাথা ঘামাতে চাইছেন না। অথচ সাধারণ বুদ্ধিতেই বলে বিভিন্ন রাজ্যের এবং কেন্দ্রে নির্বাচন যত আসন্ন হয়ে উঠছে ততই হিন্দু ভাবাবেগে সুড়সুড়ি দেওয়ার প্রয়োজনে জনবহুল স্থানে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিরীহ মানুষদের বলি দিয়ে দায়টা তথাকথিত আতঙ্কবাদী মুসলিম তরুণদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারলে রাজনীতিতে হিন্দুত্ববাদীদেরই ফায়দা বেশি। সারা বিশ্বে বিশেষ করে আল কায়দা গোষ্ঠীর মতো কিছু কিছু মুসলিম সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের কারণে খ্রিস্টান, ইহুদি এবং ভারতের হিন্দু নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমগুলি মুসলিম তরুণদের গায়ে জেহাদি এবং সন্ত্রাসবাদী তকমাটা এঁটে দিতে যেরকম উৎসাহী তাতে যে কোনও বিস্ফোরণের দায় তাদের কাউকে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগে পুলিশি হেফাজতে নিলেই, জঘন্য কাজটা যে তাদেরই একথা জনগণকে বিশ্বাস করাতে বেশি সময় লাগে না। এরকম একটা অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ হিন্দু জনজাগরণ সমিতির মতো সুদক্ষ সংগঠন যে সর্বাগ্রে কাজে লাগাবে— এই সোজা কথাটা মূলধারার গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা কবে বুঝবেন?